দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ইনকিলাব : ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের অনুদানে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সম্মাননা ও আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়

ঢাবি'র ২২৪ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিলো ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬টি বিভাগের ২২৪ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই বৃত্তি দেয়া হয়। টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ মঞ্জুরে এলাহী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ, বিশেষ অতিথি ছিলেন ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ কিউ আই চৌধুরী ওবিই। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইস্টার্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আলী রেজা ইফতেখার, এলামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাকিব উদ্দিন আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, বৃত্তিপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষার্থীর অভিভাবক মনোয়ার হোসেন ও বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে লোক প্রশাসন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ইশরাত শারমিন ইভা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভার ব্যক্তি নাকি রাষ্ট্র বহন করবে তা নিয়ে এখন সারাপৃথিবীতে আলোচনা চলছে। কথা উঠেছে এই শিক্ষা যখন রাষ্ট্রের কল্যাণেই তাই এর ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে। অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ ব্যক্তি বহন করবে। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বহন করতে সরকারের পাশাপাশি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। সৈয়দ মঞ্জুরে এলাহী বলেন, কর্পোরেট সমাজে এখন এই উপলব্ধি এসেছে যে, ব্যবসা করে মুনাফা নিজে নিলেই চলবে না, সমাজকেও তার কিছু অংশ ফেরত দিতে হবে। সমাজের জন্য কিছু করা না গেলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অগ্রগতি একটা পর্যায়ে গিয়ে থমকে যাবে। তিনি বলেন, ইউরোপ-আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ব্যয়ভার কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বহন করে থাকেন। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এলামনাই এসোসিয়েশনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশসহ এশিয়ার দেশগুলোতে এই সংস্কৃতি এখনও জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশেও উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় অর্থায়ন নিয়ে সমস্যা রয়েছে। এসবের ব্যয়ভার সরকারের একার পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য যারা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থায়ন করবেন তাদের সেই অনুদানকে আয়কর মুক্ত ঘোষণা দেয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। এ কিউ আই চৌধুরী বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ পেশাদার মনোভাব নিয়ে জ্ঞান অর্জনের আহবান জানান। তিনি বলেন, তীব্র প্রতিযোগিতার মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই পেশাদার হতে হবে। রাকিব উদ্দিন আহমেদ বলেন, ইস্টার্ন ব্যাংক শিক্ষার্থীদের শুধু বৃত্তি দিচ্ছে না। তাদের ক্যারিয়ার কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থাও করেছে। আলী রেজা ইফতেখার বলেন, ইস্টার্ন ব্যাংক সব সময়ই তার কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। ভবিষ্যতে ইবিএল আরও বেশীসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিবে। অনুষ্ঠানে অতিথিরা বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ ও বৃত্তির টাকা তুলে দেন। এই টাকা দেয়া হয় ইস্টার্ন ব্যাংকের প্রিপেইড কার্ডের মাধ্যমে।